দৈনিক ইনকিলাব

158

তারিখ 28 MAY 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য

এডুকেশন ইজ দ্যা ব্যাকবোন অফ দ্যা ন্যাশন অর্থাৎ শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা কোন পর্যায়ে এবং কোথায় অবস্থান করছে সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই দেশ এবং জাতি উদ্বিগ্ন। অস্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, দেশের শিক্ষার মান উন্নয়ন মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। যে দেশে প্রায় প্রতি পরিবারেই নুন আনতে পান্তা ফুরায়— সে দেশে শিক্ষার জন্য মূল্যায়ন হচ্ছে কতটুকু? ভেবে দেখার অবকাশ কারো আছে বলে মনে হয় না। কেননা যেমন নিয়মাফিকভাবে ছাত্র/ছাত্রীরা পড়ছে তেমনি শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীরা পড়াচ্ছেন। এদিকে অনিয়মের অভিযোগ এবং পাহাড় সমতুল্য ক্ষোভ। সঞ্চারিত হচ্ছেখঅভিভাবকদের। আর কতকাল খেসারত দিতে হবে তাদের। রা আর কতদিন শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করবে। সিস্টেম অব এডুকেশন থাকলেও তার কোন মূল্যায়ন হচ্ছে না। প্রতিটি ছাত্র, ছাত্রীরই বুকভরা আশা যে, সে হবে সমাজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং দেশ ও জাতির গৌরবের অহংকার।কিন্তু তা না হয়ে হচ্ছে তার বিপরীত। কিন্তু কেন? এর প্রকৃত রহস্য এবং গলদ কোথায়? এমনতো হবার কথা ছিল না। এটাতো স্বাভাবিক নয় অস্বাভাবিক। শিক্ষাজীবন শেষ ন্যূনতম প্রয়োজন হিসেবে বর্তায় কর্মক্ষেত্রের অবস্থান। অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার স্বাভাবিক যোগ্যতা থাকার পরও পায়না একজন ছাত্র-ছাত্রী তার কর্মক্ষেত্রের পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা। একজন যোগ্য ব্যক্তি হয়েও তার প্রকৃত মর্যাদা সে পায় না। তাহলে এদের স্থান কোথায়?

এটাই আজ দেশ ও জাতির কাছে বড় সমস্যা। সমসযা আছে থাকবে। কিন্তু তাই বলে কি এর সমাধানের কোন পথ থাকবে না? আজ বিভিন্ন পরতিষ্ঠানে দেখা যায় শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রভাবে নয়, 'মামা-নানা' কিনবা পয়সার জোরে যোগ্য ব্যক্তিকে ঠেলে দিয়ে অযোগ্য ব্যক্তির অবস্থান দেয়া হচ্ছে? এর পরিণাম ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সুবিধাবাদী শ্রেণীর লোক শুধু অসহায় ব্যক্তিদের দোষ খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু কিসের থেকে এ দোষের উৎপত্তি তা ভেবে দেখার অবকাশ তাদের নেই। যতদিন না এ সুবিধাবাদী মহল দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হবে, ততদিন পর্যন্ত শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়ন কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিই দিতে পারে একজন শিক্ষিতের মর্যাদা। তাই এ পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রশ্ন জাগে এদেশে প্রকৃত শিক্ষিত কে বা কারা? অনেকের ধারণা যিনি ভালো ইংরেজী বলতে এবং লিখতে পারেন, কিংবা ভালো আরবী, উর্দু লিখতে বা বলতে পারেন, তিনিই বুঝি শিক্ষিত। প্রকৃতপক্ষে এটি শিক্ষিতের নমুনা নয়। এখন কথা হলো প্রকৃত শিক্ষিত কারা, এদের মূল্যায়ন কিভাবে হচ্ছে! এদের প্রকৃত মর্যাদা কিভাবে দেয়া হবে। তার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া। নতুবা দেশের শিক্ষায়তন থেকে যে সম্ভাবনাময় তরুণরা বেরিয়ে আসছে বা আকবে, তারা হবে দেশের কলঙ্কের কালিমা! তাই বলতে হচ্ছে আজ শিক্ষিত সমাজের বড় দুর্দিন এদেরকে বমাচান।

—এ, এইচ, এম, শাহাবুদ্দিন মাহমুদ

নিরক্ষরতা একটি অভিশাপ

বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তার এ অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্য ব্যাপক ও নিয়মিত শিক্ষা অভিযান পরিচালনা অপরিহার্য। কুসংস্কার ও মাত্রারিক্ত রক্ষণশীলতা আমাদের দেশে অজ্ঞতা সৃষ্টির জন্য বহুলাংশ দায়ী। শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে জনগণকে অবাঞ্ছিত রক্ষণশীলতা, কুসংস্কারের অপকারিতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে না পারলে অজ্ঞতা উচ্ছেদ কোন দিনই সম্ভব হবে না। এ কাজে সমাজকর্মীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা না করতে পারলে জনগণকে শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা কষ্টকর। বয়স্ক শিক্ষা সম্প্রসারণ ছাড়া সমাজ থেকে অজ্ঞতা দূরীকরণ সম্ভব নয়। নৈশ বিদ্যালয় বর্তমানে আছে কি-না জানি না। যদি না থাকে তবে তা চালু করা দরকার। এখনও বহু লোক টিপসই দিয়ে মাইনে নেয় বিভিন্ন সংস্থা হতে। তারা দলিলেও টিপসই দেয়। অজ্ঞতার জন্য তাই অনেকে ঠকে। নিরক্ষর ব্যক্তি অন্ধের সমান। পিতা-মাতা শিক্ষিত না হলে সন্তানকে শিক্ষিত করার স্পৃহা জাগে না তাদের মনে। শিক্ষিত পিতা ও শিক্ষতা মা গরীব হলেও তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য চেষ্টা করেন। একজন মূর্খ বিত্তশালী লোক ও একজন গরীব শিক্ষত মানুষের মধ্যে তফাৎ রয়ে যায়। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি সাধারণতঃ কোন অপর্রাধমূলক কাজ করতে সাহস পায় না, কিন্তু একজন অশিক্ষিত মানুষ অপরাধমূলক কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না।

—এম; এ, শহীদ